দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP. 1 0 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২.....

93

দেশের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের মেয়েরা কেমন আছে? কীভাবে কাটছে তাদের হল জীবন? এই প্রশ্ন সামনে রেখে মুখোমুখী হতে হয় হলগুলোর। বেশীভাগ ছাত্রীই একই সমস্যার কথা ব্যক্ত করেন। তাদের প্রধান

এনাম সরকার

সমস্যা সীট সমস্যা।' অপরিকল্পিত আবাসন ব্যবস্থা এবং নিয়মানের খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে কোন রকমে কেটে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের একেকটি দিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মোট ২৭ হাজার। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ১৪ হাজার ৩৮। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন তিনটি ছাত্রী হলে সীট সংখ্যা মাত্র ১ হাজার ৭৮' ৪৫। রোকেয়া হল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সালে এখানে সীট রয়েছে ৭৩০টি কিন্তু ছাত্রী বসত করছে ১১৩০ জন। হাউজ টিউটর আছেন মাত্র ১৬ জন। অন্যদিকে শামসুন নাহার হল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে। এখানে সীট রয়েছে ৭০০ কিন্তু ছাত্রী আছে ১০৫০। হাউজ টিউটর রয়েছেন ১২ জন। বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল স্থাপিত হয় ১৯৮৯ সালে। ৩১৫টি আসনের জায়গায় বর্তমানে ছাত্রী থাকছে ৬৫০ জন। হাউজ টিউটর আছেন ৯ জন। উল্লেখ্য রোকেয়া হলের নিয়ন্ত্রণাধীন আরেকটি হল কমরুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রী নিবাসে আরও সত্যধিক সীট আছে। কিন্তু এই সবকটি হলে যে পরিমাণ সীট রয়েছে তার প্রায় কয়েকগুণ বেশী ছাত্রীদের গাদাগাদি করে থাকতে হচ্ছে দিনের পর দিন। ছাত্রীদের সীট সমস্যা যেমন প্রকোট কেমনি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অবহেলায় ধ্বংসে পড়েছে হলের আবাসিক ব্যবস্থা। নিয়মিত সংস্কার না করার ফলে ড্রেন গুলো যেমন পুরোনো এবং স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গেছে তেমন ছেয়ে পড়েছে মমুষ প্রশাসন। দুর্নীতির কড়াল গ্রাস থেকেও মুক্ত নয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী হল গুলো।

রোকেয়া হল

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

বাথরুমের অবস্থা শোচনীয়। প্রতিনিয়ত পরিষ্কারের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে বাথরুমগুলো নোংরা থেকে আরও নোংরা হয়ে গেছে। অনেক সময় সাবধান না থাকলে পা পিছলে পড়ে যায় মেয়েরা। বৈদ্যুতিক ক্যাবলগুলো অনেক পুরোনো। মেয়েরা হিটারের সাহায্যে রান্না করে খেতে গিয়ে মাঝে মাঝেই দুর্ঘটনার শিকার হয়।

ডাইনিং যা খাচ্ছে মেয়েরা

ডাইনিং-এর খাবার খুব খারাপ না। আবার একেবারে যে ভালো তাও নয়। নাস্তার কোন ব্যবস্থা নেই। দুপুর রাতে ভাত, সবজী, ডাল ফ্রী। মুরগী, খাসীর মাংস অথবা ডিম খেতে চাইলে ভিন্নভাবে ১২, ১৩ এবং ১৫ টাকা প্রদান করতে হয়। মেয়েরা বলেন, তারা পানির মত ডাল এবং মোটা চালের ভাত এসব প্রতিদিন খাওয়ার চেয়ে আমরা নিজেভাবে রান্না করে খাই।

নিয়ম এবং অনিয়ম

সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হলের গেট খোলা থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অভিযোগ আছে অধিকাংশ সময় মেয়েরা বাইরে থাকে। অবশ্য নিয়ম আছে অতিরিক্ত সময় বাইরে থাকলে তার জন্য আগাম আবেদন জানাতে হবে। তার তোয়াক্কা করে না অনেকেই। অনেক মেয়েই বাইরে থাকছে কিন্তু কর্তৃপক্ষের জানার সুযোগ নেই। প্রতিদিন খাতা চেক করা হলে অবশ্য বিষয়টি বোঝা সম্ভব হতো। কিন্তু গুরুত্ব দেন না কর্তৃপক্ষ।

বিনোদন ব্যবস্থা

বিনোদনের জন্য টিভি আছে একটি। ডিশের সংযোগও দেয়া আছে। কিন্তু লাইন ভালো নয় বিধায় টিভি ঠিক মত দেখা যায় না। খেলার জন্য টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন এবং কেরামের ব্যবস্থা আছে। শীতকালে ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করে দেন কর্তৃপক্ষ। সাংস্কৃতিক কর্মসাংগে রোকেয়া হলের মেয়েরা অন্যান্য হলের মেয়েদের চেয়ে অনেক সক্রিয়। একুশে ফেব্রুয়ারী, পহেলা বৈশাখ এবং বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন বাৎসরিক বিশেষ দিনগুলোতে তারা বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

শামসুন নাহার হল

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

অপরিচ্ছন্ন পানির ট্যাংক। কল দিয়ে নোংরা পানি আসে বলে মেয়েরা জানায়। স্যাঁতস্যাঁতে বাথরুম। স্যানারিস'শাইন নিয়মিত পরিষ্কার না করার ফলে নীচতলার মেয়েদের দুর্ভোগ বেশী। দুর্গন্ধে তরে তাকে সারাক্ষণ।

ডাইনিং-এ যা খায় মেয়েরা

ডাইনিং-এর ব্যবস্থা সম্পর্কে আপত্তি প্রায় সকলেরই। দনীর পানির মত ডাল, মোটা চালের ভাত আর ভাজি ফ্রী। মাছ, মাংসে খেতে চাইলে এক্সট্রা টাকা খরচ করতে হয়। এক্ষেত্রে মাছের জন্য ৯ টাকা এবং মাংসের জন্য ১১ টাকা প্রদান করতে হয়। কিন্তু মাছ বা মাংস দুটোই আকারে এত ক্ষুদ্র যে আঙ্গুল ডুবিয়ে পুঁছতে হয়। দুপুর রাতে একই ব্যবস্থা। সকালে দেয়া হয় পরাটা ভাজি অথবা ডাল। তবে বেশীরভাগ মেয়েই নিজেরা রান্না করে খায়। রুটিন করে নিয়েছে নিজেদের মত। একেক দিন একেক জনের বাহার এবং রান্না করার পালা। ছাত্রীরা জানান, এতে তাদের খরচও কম পড়ে আর পছন্দ এবং রুচি অনুযায়ী খাবার খাওয়া যায়। অন্যদিকে মেয়েরা রান্না করছে হিটার ব্যবহারে। কিন্তু প্রকৃতভাবে হিটার চালানো নিষেধাজ্ঞা আছে। নিজেদের সুবিধার্থে মেয়েরা এই নিষেধ মানছে না। এতে বিদ্যুতের অপচয় হলেও কিছু করার নেই। কারণ কর্তৃপক্ষই নির্বিকার।

সমস্যা জর্জরিত বিনোদন ব্যবস্থা

এখানে টিভি কম আছে দুটো। একটাতে

রিডিং রুম নেই। নেই ডিজিটিং রুম। যাও বা একটা রাখা হয়েছিল সেটি এখন কম্পিউটার ক্লাব বানানো হয়েছে। কাজেই ছাত্রীদের বাবা-মা, ভাই-বোন, বন্ধু যেই আসুক বাইরেই অপেক্ষা করতে হয়।

নিয়ম এবং অনিয়ম

সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হলের গেট খোলা থাকে। যাদের ক্লাস থাকে তারা ক্লাসে চলে যায়। যাদের থাকেনা তারা কেউ হলেই আড্ডা দেয়, কেউ চলে যায় বাইরে। তবে দুপুর নাগাদ ফেরত আসে অনেকেই। যারা ডাইনিং- এ খায়না তারা আয়োজন করে রান্না করে। এখানে অনেকেই পার্টটাইম চাকরি করে, কেউ কেউ প্রাইভেট পড়ায়। বিভিন্ন প্রশিক্ষণমূলক কাজ শিখে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে অনেকেই। বিকেল হলে আবার বের হয় আড্ডা জমাতে। কেউ কেউ যায় ক্যাম্পাসে, কেউ আবার হলের সামনে ফুটপাতে বসেই আড্ডা মারে। কারো পড়ার প্রয়োজন থাকলে রুমে বসে পড়ে। নয়তো বেশীভাগ সময়ই আড্ডাতে আড্ডাতে কেটে যায় তাদের। নিয়ম আছে রাত ৯টার মধ্যেই ফিরে আসতে হবে ছাত্রীদের। এর অতিরিক্ত সময় বাইরে থাকলে আগের থেকেই অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু প্রায় ছাত্রীরাই তা করে না এমন অভিযোগ আছে কর্তৃপক্ষের। আগে নিয়ম ছিল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত গেট খোলা থাকবে। পরবর্তী সময়ে কিছু বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের আন্দোলনের মুখে হল কর্তৃপক্ষ 'পূর্বাণ্ড আইন' বাতিল করে নতুন সময়সূচী নির্ধারণ করে দেন। বিতর্ক আছে হলের কিছু মেয়ে বাইরে রাত কাটায়। ঢাকার অভিজাত হোটেল এবং অভিজাত এলাকার বিভিন্ন বাসা-বাড়ী গেস্ট হাউজে যায়। এর সত্যতা কেউ স্বীকার করে না, তবে অনেকেই শুনেছে বলে স্বীকার করে।

মৈত্রী হল

গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

ব্যবরুম প্রয়োজনের তুলনায় কম, অপরিষ্কার। লাইট না থাকলে কর্তৃপক্ষ বলে দেন। কিন্তু অনেক দিন বলার পর। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ভালো নয় বে জন্য ঘন ঘন বাল্ব ফিউজ হয়ে যায়। প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মচারী নেই। যা দু'য়েকজন আছে তারা সম্পূর্ণই দায়িত্বহীন। রিডিং রুম এবং নামাজের জন্য কোন রুম নেই। রুমে রুমে ছাত্রী বেশী হওয়ায় পড়াশোনা করা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

যা খেতে হয় ডাইনিং-এ

এখানেও খাবার সমস্যা প্রকট। খাবার পাওয়া যায় ডাইনিং-এ। কিন্তু দাম বেশী এবং মান খারাপ যে জন্য সকলেই ডাইনিং-এ খায় না। কিছু কিছু ছাত্রী রান্না করে খায়। নাস্তার জন্য ১০ টাকা। ভাত ডাল ফ্রী। মাছ, মুরগী বা খাসীর মাংস নিতে হলে ১১/১২ টাকা দিতে হয়।

বিনোদনের ব্যবস্থা

ছাত্রীদের অবকাশ বিনোদন যাপনের জন্য এই হলে দুটো টিভি আছে। দুটোতেই ডিশের সংযোগ দেয়া আছে। ছাত্রীরা এদিক থেকে কোন সমস্যায় নেই। ভাগ হয়ে দুই রুমে দু'রকমের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারে। অবশ্য হাঁটাহাঁটির জন্য বিল্ডিংয়ের যে ছাদ এতদিন ব্যবহার করতে পারতো ছাত্রীরা, এখন তা বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কর্তৃপক্ষ। খেলার কোন ব্যবস্থা নেই।

আবাসনের নিয়ম এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থা

এখানেও সকাল থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেয়েরা বাইরে থাকতে পারে। যদি কেউ পর পর দু'দিন দেরী করে তাহলে নির্দেশ আছে লোকাল গার্জিয়ানের সাক্ষর সমেত দেরী হওয়ার কারণ উল্লেখ করে আবেদন জানাতে হবে। যদিও এসব দেখার জন্য হল প্রভোস্ট রয়েছে কিন্তু তিনি নাকি উপস্থিত থাকেন না নিয়মিত। দায়িত্ব পালনের জন্য আছেন একজন হাউজ টিউটর, কিন্তু তিনিও খুবই দুর্নীতিপরায়ণ বলে হল ছাত্রীদের অভিযোগ। যেখানে

(১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন)

'ডম' আছে। এই ডিশ দেখা নিয়ে মাঝে মাঝেই গন্ডগোল দেখা দেয় ছাত্রীদের মধ্যে। কারণ একেকজন একেকটা বিষয় দেখতে ইচ্ছাবেই। মতের মিল না হলে ডিশ তেমন একটা চলে না। খেলার ব্যবস্থা তেমন নেই। শীত এলে ব্যাডমিন্টন খেলার ব্যবস্থা করে দেন হল কর্তৃপক্ষ। লাইব্রেরীর কোন উন্নতি নেই। ছাত্রীরা নতুন বই পান না। আগের যেগুলো আছে তা দিয়েই কাজ চালাতে হয়। পৃথক কোন

তারিখ ... SEP. 1 0. 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২.....

দৈনিক ইনকিলাব

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের হল জীবন

[illegible]